ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন
প্লট ২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিউজলেটার প্রকাশ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	: জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	: ৩০ মাঘ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	: বেলা ১১টা
স্থান	: নগর ভবন, সেন্ট্রাল পয়েন্ট (লেভেল-৮), প্লট-২৩-২৬, রোড ৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে পরিচিতি পর্ব শেষে তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) কর্তৃক নিউজলেটার প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন।

অতঃপর সভাপতি জনসংযোগ কর্মকর্তাকে প্রস্তাবিত ডিএনসিসি নিউজলেটারের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান যে, নভেম্বর-২০১৭ মাসে জাপানভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা সিডস এশিয়ার প্রতিনিধি এবং আরবান রিজিলেন্স প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক ড. তারিক বিন ইউসুফ ডিএনসিসি থেকে নিউজলেটার প্রকাশের একটি প্রস্তাব নিয়ে আসেন। প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে পরবর্তীতে জনসংযোগ কর্মকর্তা ও সিডস এশিয়া বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কয়েকবার বৈঠক করে নিউজলেটার প্রকাশের একটি পরিকল্পনা ও লে-আউট প্রণয়ন করা হয়।

২.০ ডিএনসিসি নিউজলেটার প্রকাশের পটভূমি সম্পর্কে ড. তারিক বিন ইউসুফ জানান যে ২০১৭ সালে ২ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ ডিএনসিসির একটি প্রতিনিধিদল জাপানের মাকাতি শহর ও কোবে শহর পরিদর্শন করেন। তারা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে টাউন ওয়াচিং ওয়াক দেখে মুগ্ধ হন এবং ডিএনসিসির পাঁচটি ওয়ার্ডে এই কার্যক্রম শুরু করেন। তাছাড়া আরবান রিজিলেন্স প্রজেক্ট থেকে একটি টাউন ওয়াচিং ম্যানুয়েলও প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য ১০ জন সাংবাদিককে মিডিয়া ফেলোশিপ প্রদান করা হয় এবং একটি ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জাপান সফর করা ডিএনসিসির প্রতিনিধিদল জাপানের কোবে শহরের নিউজলেটারটি দেখার পরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে একটি নিউজলেটার প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই প্রেক্ষিতে সিডস এশিয়া বাংলাদেশ নিউজলেটার প্রকাশের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর একটি প্রস্তাব পেশ করে। তিনি আরো বলেন যে, ডিএনসিসি অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে যা জনগনকে জানানো উচিত। সাধারণ মানুষের সাথে ডিএনসিসির যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য একটি নিউজলেটার প্রকাশ করা খুব প্রয়োজন।

৩.০ অতঃপর জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রস্তাবিত নিউজলেটারটি সম্পর্কে প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় উপস্থিত ডিএনসিসি, সিডস এশিয়া এবং জাইকা কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মতামত প্রদান করেন।

৪.০ অতঃপর নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	নিউজলেটার প্রকাশের উদ্দেশ্য	জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রজেক্টরে উপস্থাপন করেন যে, নগরবাসীর সাথে ডিএনসিসির যোগাযোগ, বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরন ও আগ্রহী করে তোলা; ডিএনসিসির ইতিবাচক ইমেজ গড়ে তোলা; ডিএনসিসি এবং নগরবাসীর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করার জন্য একটি নিউজলেটার প্রকাশ করা প্রয়োজন। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এ ধরনের একটি প্রস্তাব নিয়ে আসার জন্য সিডস এশিয়াকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন জনসাধারণের সাথে যোগাযোগের জন্য নিউজলেটার সর্বোত্তম কৌশল।	যত দ্রুত সম্ভব নিউজলেটার প্রকাশ করা।	জনসংযোগ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি।
২।	অভীষ্ট পাঠক (টার্গেট অডিয়েন্স)	জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রস্তাব করেন যে, ডিএনসিসিতে বসবাসরত সকল নাগরিক হবেন এই নিউজলেটারের অভীষ্ট পাঠক।	ডিএনসিসিতে বসবাসরত সকল নাগরিক হবেন এই নিউজলেটারের অভীষ্ট পাঠক হিসেবে গণ্য হবেন।	
৩।	প্রস্তাবিত নিউজলেটারের বৈশিষ্ট্য	জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রজেক্টরে উপস্থাপন করেন যে, নিউজলেটারটি বাংলা ভাষায় ৪ মাস অন্তর ১৬.৫ ইঞ্চি × ১১.৫ ইঞ্চি মাপে ১২০ গ্রাম অফসেট কাগজে ৪ পৃষ্ঠায় উভয় পাতায় রঙ্গিন ছাপা হবে। তিনি নিউজলেটারটি প্রাথমিকভাবে ২ লাখ ৫০ হাজার কপি ছাপিয়ে বুকপোস্টের মাধ্যমে বিতরণ করার প্রস্তাব করেন। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা-৫ A4 মাপে ৮ পৃষ্ঠায় নিউজলেটারটি ছাপানোর প্রস্তাব করেন। সিডস এশিয়ার কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রস্তাবিত নিউজলেটারের মাপ ১৬.৫ ইঞ্চি × ১১.৫ ইঞ্চি আদর্শ হবে বলে জানান। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নিউজলেটারটি বিতরণ করার প্রস্তাব করেন। সভাপতি ডিএনসিসিতে বসবাসরত সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন পৌরসভা ও নগর সংশ্লিষ্ট সংস্থায় বিতরণ করার প্রস্তাব করেন।	ক) বাংলা ভাষায় রঙ্গিন কালিতে প্রকাশিত হবে; খ) ১৬.৫ ইঞ্চি × ১১.৫ ইঞ্চি মাপে ৪ পৃষ্ঠায় উভয় পাতায় প্রতি ৪ মাস অন্তর প্রকাশিত হবে; গ) প্রাথমিকভাবে সার্কুলেশন সংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজার যা বুকপোস্টের মাধ্যমে ডিএনসিসির জনসাধারণ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন পৌরসভা ও নগর সংশ্লিষ্ট সংস্থায় বিতরণ করা হবে। তবে পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে সার্কুলেশন সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	জনসংযোগ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি

৪।	বাজেট ও অর্থায়ন	জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান যে, প্রস্তাবিত নিউজলেটারটি প্রতি সংখ্যা প্রকাশে মোট ১৯ লাখ ৫০ হাজার (আনুমানিক) টাকা খরচ হবে (প্রিন্টিং ১৪ লাখ + বিতরণ ৫ লাখ + অন্যান্য ৫০ হাজার)। তবে পৃষ্ঠার সংখ্যা, সার্কুলেশন সংখ্যা ও কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পেলে খরচের পরিমান বৃদ্ধি পেতে পারে। সিডস এশিয়ার কর্মকর্তা মিস ইউকো নাকাগাওয়া জানান যে, সিডস এশিয়া কেবল প্রথম দুই সংখ্যার প্রিন্টিং খরচ বহন করবে। তিনি অবশিষ্ট খরচ এবং পরবর্তীতে সব ধরণের খরচ ডিএনসিসিকে বহন করার প্রস্তাব করেন। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান যে, 'বিজ্ঞাপন ও প্রচার' খাত থেকে নিউজলেটার প্রকাশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা সম্ভব। এ জন্য ডিএনসিসির 'বিজ্ঞাপন ও প্রচার' খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ রয়েছে।	ক) সিডস এশিয়া প্রথম দুই সংখ্যার প্রিন্টিং খরচ বহন করবে। প্রথম দুই সংখ্যার অবশিষ্ট খরচ ডিএনসিসি বহন করবে। খ) পরবর্তীতে সব ধরণের খরচ ডিএনসিসি বহন করবে। গ) ডিএনসিসির 'বিজ্ঞাপন ও প্রচার' খাত থেকে নিউজলেটার প্রকাশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা হবে।	ক) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি খ) কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, সিডস এশিয়া, বাংলাদেশ
৫।	আধেয় (কন্টেন্ট)	জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রস্তাব করেন যে, প্রস্তাবিত নিউজলেটারটিতে মেয়রের বাণী; বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ; বিভিন্ন বিষয়ে টিপস; বিশেষজ্ঞ কলাম; বিভিন্ন ইভেন্টের ঘোষণা; পাঠকের মতামত; বিভিন্ন সচেতনতামূলক স্লোগান; কমিউনিটি সংবাদ; দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ইত্যাদি প্রকাশ করা হবে। সিডস এশিয়ার কর্মকর্তা মিস ইউকো নাকাগাওয়া জাপানের কোবে সিটির নিউজলেটার সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি জানান তাদের নিউজলেটারটি জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ ইত্যাদি প্রদান করে যা তাদের জন্য খুব উপকারী।	ক) বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ জনসংযোগ কর্মকর্তার কাছে স্ব-স্ব বিভাগ সম্পর্কিত তথ্য (৮০০ শব্দ) ও ছবি (৫টি) প্রেরণ করবেন। খ) জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রেরিত তথ্য ও ছবি নিউজলেটারে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	ক) সকল বিভাগীয় প্রধান, ডিএনসিসি খ) জনসংযোগ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি
৬।	স্থায়ীত্ব (সাসটেইনেবিলিটি)	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমোডর আব্দুর রাজ্জাক নিউজলেটারটির স্থায়ীত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নিউজলেটারটি স্থায়ী করতে হলে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ক) কোন বিভাগ দায়িত্ব থাকবে; খ) কিভাবে এর ব্যবস্থাপনা করা হবে; গ) একটি স্ট্যান্ডার্ড ফরমেট তৈরি করা। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা নিউজলেটারটি স্থায়ীভাবে প্রকাশ করার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান যে, নিউজলেটারটি বছরে ৩টি সংখ্যা প্রকাশ করা হলে সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা খরচ হবে, যা 'প্রচার ও বিজ্ঞাপন' খাত থেকে বহন করা যাবে। জাইকা প্রতিনিধি মি. ওকুবু নবুহিরো নিউজলেটারের স্থায়ীত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জানান যে, জাইকা ডিএনসিসির পাশে সবসময় থাকবে।	ক) জনসংযোগ বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নিউজলেটারটি প্রকাশিত হবে। খ) জনসংযোগ বিভাগ এর জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড ফরমেট প্রস্তুত করবে।	জনসংযোগ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি

৭।	পাবলিকেশন বোর্ড	জনসংযোগ কর্মকর্তা নিম্নরূপ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পাবলিকেশন বোর্ড এর প্রস্তাব করেন। সভাপতি: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা; সদস্য: ৩ জন সদস্য (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত); সম্পাদক: জনসংযোগ কর্মকর্তা। তিনি আরো প্রস্তাব করেন যে, প্রয়োজনবোধে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	পাবলিকেশন বোর্ড সভাপতি: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা; প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত অন্য ৩ জন সদস্য: ১। জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ২। ড. তারিক বিন ইউসুফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ৩। জনাব আবুল হাসনাত মোঃ আশরাফুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) সম্পাদক: জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রয়োজনবোধে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।	
৮।	নিউজলেটারের শিরোনাম	জনসংযোগ কর্মকর্তা নিউজলেটারটির শিরোনামের জন্য ডিএনসিসির ফেইসবুক পাতায় নাম আহবান করার প্রস্তাব দেন। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাও জানান যে, ডিএনসিসির ফেইসবুক পাতায় নিউজলেটারের নাম আহবান করা হলে সাধারণ মানুষ এতে সম্পৃক্ত হবে এবং জানতে পারবে যে, ডিএনসিসি থেকে একটি নিউজলেটার প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।	ক) ডিএনসিসির ফেইসবুক পাতায় নাম আহবান করা খ) পরবর্তীতে পাবলিকেশন বোর্ড নাম চূড়ান্ত করবে।	জনসংযোগ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি
৯।	রেজিস্ট্রেশন	জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান যে, শিরোনাম চূড়ান্ত হলে নিউজলেটারের রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি জানান যে, রেজিস্ট্রেশনের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর আবেদন করতে হবে।	শিরোনাম চূড়ান্ত হলে নিউজলেটারের রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	জনসংযোগ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি
১০।	লেআউট, এডিটিং ইত্যাদি	সিডস এশিয়ার কর্মকর্তা মিস মিহারু সাতো জানান যে, প্রজেক্ট চলাকালীন সময় টেকনিক্যাল সাপোর্ট যেমন ইলাস্ট্রেশন, প্রুফ রিডিং ইত্যাদি কাজে সিডস এশিয়া ডিএনসিসির জনসংযোগ বিভাগকে সহযোগিতা করবে।	টেকনিক্যাল কাজ যেমন ইলাস্ট্রেশন, প্রুফ রিডিং ইত্যাদি কাজ সিডস এশিয়া ও ডিএনসিসির জনসংযোগ বিভাগ যৌথভাবে করবে।	ক) কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, সিডস এশিয়া, বাংলাদেশ খ) জনসংযোগ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি
১১।	উদ্বোধন	জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রথম সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করার প্রস্তাব করেন।	প্রথম সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে।	জনসংযোগ কর্মকর্তা, ডিএনসিসি

৫.০ আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি জাইকা, সিডস এশিয়া বাংলাদেশের প্রতিনিধিসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৮/০৩/২০১৮ খ্রি.
(মোঃ মেসবাহুল ইসলাম)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
নিউজলেটার প্রকাশ সংক্রান্ত সভা

নং ৪৬.১০.০০০০.০২৪.০৪.০০১.১৭.৯৮ তারিখ: ২৭/৩/২০১৮

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২। বিভাগীয় প্রধান (সকল)..., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩। জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪। সিস্টেম এনালিষ্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা(সকল), অঞ্চল ......, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬। ড. তারিক বিন ইউসুফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিবেশ ও জলবায়ু সার্কেল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭। জনাব আবুল হাসনাত মোঃ আশরাফুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৮। মাননীয় মেয়রের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০। মিস মিহারু সাতো, কান্ট্রি ডিরেক্টর, সিডস এশিয়া বাংলাদেশ।
১১। নথি।

২৭/৩/১৮

(এ এস এম মামুন)
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।